Launching of The BCC&I Knowledge Forum: Bridging the Industry and Academia & 'Special Publication: "Sustainable Energy Technology and Policies- A Transformational Journey" published by Springer on 27th December 2017 at The Bengal Chamber premises

প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বাড়াবে কর্মসংস্থান

বণিকসভার অনুষ্ঠানে একমত বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকীকরণের জন্য রাজ্য সরকার, শিক্ষা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় দরকার। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে। সেই সুযোগ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদেরও পাওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স টেকনোলজির ডিরেক্টর ড: অজয়কুমার রায়। তিনি জানান, প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য পড়ুয়াদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। পড়ুয়াদের সৃজনশীলতাও বাড়াতে হবে। সৌরশক্তি ব্যবহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলেই তিনি জানিয়েছেন।

বুধবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের 'নলেজ ফোরাম' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনোলজি এডুকেশন-এর ডিরেক্টর ড: মনপ্রীত সিং মান্না, ওই বণিকসভার শক্তি-পরিবেশ কমিটির চেয়ারম্যান দেব মুখোপাধ্যায় এবং বণিকসভার সভাপতি চন্দ্রশেখর ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকার-শিক্ষা-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ড: অজয়কুমার রায় বলেন, 'বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে। যার ফলে মানুষ নতুন তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে ঠিক তাল মিলিয়ে উঠতে পারছে না। তাই রাজ্য সরকার-শিক্ষা-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর একতা প্রয়োজন। সরকারি প্রকল্প ছাড়া কিছু সম্ভব নয়।' তিনি বলেন, 'দেশের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পড়ুয়াদের ইন্টার্ন হিসেবে ছ'মাস করে নিচ্ছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো যদি স্কিল ইন্ডাস্ট্রির সাহায্য নিয়ে পড়াতে চায়, পড়াতে পারবে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি যুক্ত হলে পড়ুয়ারাই লাভবান হবে।'

- আরও বেশি প্রশিক্ষণে জোর
- প্রযুক্তি শিল্পে বিশেষ নজরদারি
- প্রযুক্তির আধুনিকীকরণে সওয়াল

ডা. রায় আরও বলেন, 'আইআইইএসটিতেও ভবিষ্যতে বি-টেকের শেষ সেমিস্টারে অর্থাৎ ৮ম সেমিস্টারে ইন্টার্ন চালু করার ইচ্ছে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সেনেটে অনুমোদন পেলে এই ইন্টার্নশিপ চালু করা হবে।' কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গে তাঁর মত, 'রাজ্যে উৎপাদন শিল্পের বিস্তার ঘটানো দরকার। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে। এছাড়া সরকারের মাইক্রো গ্রিড প্রকল্পের আওতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সৌরশক্তির ব্যবস্থা করলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।' ইতিমধ্যে শিবপুরের পুরো ক্যাম্পাসের জন্য ৭০০ কিলোওয়াট সৌরশক্তির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোওয়াটের প্যানেল বসে গিয়েছে। এর সঙ্গে ৩২-৩৪ কিলোওয়াটের শক্তি ধরে রাখতে ব্যাটারির মাধ্যমে মজুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে ড্রোন ব্যবসার বাজারও বাড়বে। সেই দিকেও প্রযুক্তি শিল্পকে নজর দিতে অনুরোধ করেছেন ডা. অজয় রায়।

106 d, block-f
new alipore
W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com